প্রবাসের পাঁচালি ঃ অপার্থিব কথামালা

জসিম মল্লিক

১.

প্রবাসের একঘেয়ে জীবনে খুব বেশী বৈচিত্র্য চোখে পরেনা। এখানে যে যার মতো আনন্দ খুঁজে নেয়। এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত মানুষ বাস্তবতার কারনেই কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল হতে দেখা যায় খুব কম বরং ঈর্ষায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে কেউ কেউ। দলাদলি, কোন্দল, মামলা মোকদ্দমা, বিভক্তি এসবতো আছেই। মন্দকে মন্দ বলা দোষনীয় অপরাধ। কেউ কেউ আছে যাদের কাজই অন্যের চরিত্র হরন এবং বিভক্তিতে ইন্ধন জোগানো। এদের ফাঁদে পা দিয়ে অনেকে নিঃস্ব হয়েছে। অনেকের সাজানো সংসার ভেঙ্গে তছ নছ হয়ে গেছে।

এখানে জীবন প্রায়শই হয়ে উঠে স্মৃতিকাতর আর বাড়ির প্রতি পিছুটান। মা বাবা, ভাইবোন, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব যাদের ফেলে এসেছে তারা কেবলই পিছু টানে। কেউ কেউ আবার এসবের কোন তোয়াক্কাই করেনা। এককালে যে বাংলাদেশ নামের একটা দেশে জন্ম হয়েছিল তাও প্রায় ভুলে যায়। মনে হয় বহু প্রজন্ম ধরে পূর্ব পুরুষরা বিদেশেই জন্মে ছিল। মানুষ ভীষনভাবে স্পর্শকাতর। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কম। অবশ্য অহেতুক শ্রদ্ধা না দেখালেও খুব ক্ষতি নেই। কারণ এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা এতটাই প্রবল যে এসবের দরকার হয় না। কিছু মানুষ এক ধরনের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। ভাবে আমিই সবার সেরা।
এসব কিছুকে ছাপিয়ে কিছু চমৎকার মানুষ আছে। আছে বলেই প্রবাস জীবন সবসময় নিরানন্দের নয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো জীবন কখনো কখনো খুবই বৈচিত্র্যময়। ভালোলাগায় ভরপুর। মাঝে মাঝে মনে হয় এইতো ভাল। এভাবে যদি যায় জীবন যাক না। একটা মাত্র জীবন নিয়ে বার বার নিরীক্ষা করা যায়না।

আশার কথা আমাদের নতুন প্রজন্ম উত্তর আমেরিকায় অসাধারন সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। তারাই যে মূলধারার সাথে একদিন দাপটের সাথে অবস্থান নেবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ধীরে ধীরে তারা সাফল্যের ধারায় প্রবেশ করছে। আমরা নিজেরা যাই করি না কেনো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই নিজের সন্তানদের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। বাংলাদেশী প্রজন্মদের গর্ব করার মতো সাফল্য তৈরী হচ্ছে। তারা আমাদের মতো বিভক্ত মানসিকতার নয় এবং এসবকে তারা কেয়ার করে না।

২.

অনেকেই কানাডার চাকরি, পড়াশুনা বা ইমিগ্রেশন বিষয়ে জানতে আগ্রহী। ইমিগ্রেশন বিষয়ে জানতে চাইলে **www.cic.gc.ca** এবং এখানকার কলেজে পড়াশুনার ব্যাপারে জানতে চাইলে **www.ontariocolleges.ca** ক্লিক করুন। এখানে অন্টারিও প্রভিন্সের ২৮ টি কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। টরন্টোতে বেশ কয়েকজ ইমিগ্রেশন ল'ইয়ার রয়েছে। তাদের সাথেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ড্যানফোর্থ হচ্ছে টরন্টোর বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা। মেইন স্ট্রীট থেকে ফার্মাসী পর্যন্ত বাঙ্গালীদের বসবাস আর ব্যাবসায় প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত। এখানকার ক্রিসেন্ট টাউন প্লেসে প্রায় পনেরো হাজার বাঙ্গালী বাস করে বলে শুনেছি। এছাড়া আছে টিজডেল আর মেইন স্কয়ার। এখানেও অনেক বাঙ্গালী বাস করেন। যারাই টরন্টোতে নতুন আসেন তাদের প্রায় সবাই প্রথম এই এলাকায় উঠতে পছন্দ করেন। এখানে বসবাসের সুবিধা হচ্ছে যাতায়াত এবং হাটবাজার । অনেকে আত্মীয়তা এবং পরিচয়ের সূত্র ধরেও আসেন। প্রথম যারা আসেন তাদের প্রত্যকেরই কিছু সাহায্যের দরকার হয়। ক্রিসেন্ট টাউন এবং মেইন স্কয়ারের সাথে রয়েছে ভিক্টোরিয়া পার্ক মেইন সাবওয়ে স্টেশন। আর যারা বাঙ্গালী খাবার খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য রয়েছে অনেকগুলো গ্রোসারী স্টোর ও রেস্টুরেন্ট।

গ্রেটার টরন্টোতে এখন প্রায় ৩০/৪০ হাজার বাঙ্গালী বসবাস করেন বলে জানা যায়। যদিও সঠিক তথ্য কারো কাছে নেই। দুরদুরান্ত থেকেও অনেকে ড্যানফোর্থ এলাকায় আসেন। কেউ আসেন বাজার করতে, কেউ আড্ডা দিতে, কেউ রাজনীতি করতে। শিল্প সাহিত্যের চর্চাও এই ড্যানফোর্থ। যেনো এক মিনি বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে সব ধরনের দোকানপাট যেমন ভিডিওর দোকান, কাপড় চোপড়ের দোকান, ট্রাভেল এজেন্সী, বারবার শপ, মানি চেঞ্জিং প্রতিষ্ঠান, নাচ গানের স্কুল, প্রত্রিকা অফিস। আমিও মাঝে মাঝে ড্যানফোর্থে যাই কারন সেখানে রয়েছে আমার অনেক ঘনিষ্ট বন্ধুরা, আর দেশীয় খাবার ক্রয় করতে হলে ড্যানফোর্থ যেতেই হয়।

জুন থেকে আগষ্ট এই তিনমাস কানাডার সবচেয়ে সুন্দর সময়। সামার। এই সময়টায় বেড়ানো আর অনুষ্ঠানাদিতে ভরপুর থাকে। স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে দু'মাস। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। বেড়ানোর রয়েছে অসংখ্য জায়গা। টরন্টো হচ্ছে ওন্টারিও প্রভিন্সের রাজধানী। ওন্টারিওর আয়তন পাঁচটা বাংলাদেশের সমান। কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন। এখন মনেই হয়না ক'দিন আগেও দেশটা ছিল সাদা বরফে আচ্ছাদিত। এমনই সবুজ যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। স্বল্পবসনাদের জন্য এই সময়টা আদর্শ। দীর্ঘদীন বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকার পর তারা বস্ত্র পরিত্যাগ করতে মরিয়া হয়ে উঠে। তবে টরন্টো শহর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রকৃত কানাডিয়ানরা হারিয়ে যাচ্ছে। ইমিগ্র্যান্টদের শহর এখন টরন্টো।

৩.

অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় কানাডা বসবাসের জন্য একটি চমৎকার দেশ। নানা সুযোগ সুবিধা যেমন বিদ্যমান তেমনি চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা এসব উল্লেখযোগ্য। তবে চাকরির ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নাই। আপনার প্রফেশনের চাকরি পাওয়া খুবই দুষ্কর। এজন্য দরকার হয় কানাডার ডিগ্রী, অভিজ্ঞতা আর রেফারেন্স। ডিগ্রী হলেও যে চাকরি পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব আপনাকে সারভাইভ করার জন্য যেকোন কাজ বেছে নিতে হবে। সেটা হতে পারে ফ্যাক্টরী জব, কল সেন্টার, যে কোন কফি

শপ, ফাষ্টফুড, রেষ্টুরেন্ট, সিকিউরিটি গার্ড বা ট্যাক্সি চালনা। কোন কাজকেই ছোট ভাবার কোন কারন নেই। আপনাকে এডজাস্ট করতে হবে। যারা ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন করবেন তারা বুঝে শুনে করবেন। নিয়ম কানুন অত্যন্ত সহজ। এখানে জিনিস পত্রের দাম আমেরিকার তুলনায় বেশী। দুটো ট্যাক্স দিতে হয়। বর্তমানে আমেরিকান আর কানাডিয়ান কারেন্সীর মূল্য প্রায় সমান। কোথাও কোথাও ডলার টু ডলার।

৪.

কানাডিয়ান পার্লামেন্ট ভবন , অটোয়া

কানাডায় আমার প্রিয় শহর হচ্ছে অটোয়া। সেখানে কাটিয়ে আসা গেলো গত (৬-৮ জুলাই) উইকএন্ড। অটোয়ার নৈশব্দতা একধরনের আনন্দিত অনুভুতি দেয়। আমি যখন কানাডায় আসি তখন অটোয়া ছিল আমার প্রথম শহর। সেজন্যই আমি সুযোগ পেলেই চলে আসি। সামার বলে চারিদিকে সবুজের রুপমুগ্ধতা। ছোট ছোট শহরগুলো আরো শান্ত। কোন মানুষই প্রায় চোখে পরে না। এক একটা শহর গড়ে উঠেছে যেখানে মানুষ মাত্র ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার এ রকম। সে রকম এক শহর কানাটা। শোনা যায় কানাটা থেকেই কানাডা নাম হয়েছে। অটোয়া অন্টারিও প্রভিন্সের অর্ন্তগত হলেও কানাডার রাজধানীও বটে। বাংলাদেশ হাই কমিশন এখানেই। তারা ভালোভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করছে। বিভিন্ন প্রভিন্সে গিয়ে তারা কাউন্সিলিং সুবিধা দিচ্ছে।

সেদিন অটোয়াতে আমরা একত্রিত হয়েছিলাম। একটি পারিবারিক সম্মিলন ছিল। আঙ্গুর ভাই আর রুবি আপার কানাটার বাসায়। হালে(কুইবেক) থাকে পিংকি আর আরমান। বারহেভেনে থাকে হেনা আপা এবং তার দুই মেয়ে অর্চি আর অর্পা। আটলান্টা জর্জিয়া থেকে এসেছিল অরুন, শিল্পী আর ওদের তিন ছেলে মেয়ে । নিউইয়র্ক থেকে এসেছিল উজ্জল আর মুন্না আর ওদের একমাত্র মেয়ে। টরন্টো থেকে আমরা চারজন জেসমিন, অর্ক আর অরিত্রি, ব্রামটন থেকে শাহীন ভাই, পারভীন এবং ওদের ছেলে। আমাদের সাথে গিয়েছিল রোমান, আঙ্গুর ভাইয়ের ছেলে। তিনটা দিন কেটেছিল মহা আনন্দে। প্রবাসে এটা একটা বড় পাওয়া। দুর দুরান্ত থেকে সবাই একত্রিত হয় একটু নৈকট্য লাভের জন্য। দুরত্ব ঘুচিয়ে নিজেদের ভাইবোনদের জানা নতুন প্রজন্মের জন্য খুবই জরুরী।

জসিম মল্লিক: কানাডা প্রবাসী লেখক
Toronto, Canada.
jasim_mallik@hotmail.com